৩ বর্ষ ৫১ সংখ্যা ১১ মে ২০০১/২৮ বৈশাখ ১৪০৮

সামনে দেশের নির্বাচন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে হবে শাসক দলকে। শামিল হবে বিরোধী দলও। বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিরা জনতার চেয়ে টাকার ওপর বেশি আস্থাবান। পার্টির গরিব ত্যাগী রাজনৈতিক কর্মীর চেয়ে দলের জন্য বেশি প্রয়োজন অর্থবান মানুষের, যাদের মাসল্ পাওয়ার আছে। মাসল্ম্যান পুষতেও প্রয়োজন টাকার। টাকার প্রয়োজন প্রার্থী বেচাকেনায়। বিগত বিএনপি সরকার ক্ষমতা ত্যাগের আগে নির্বাচনী এলাকায় কাজ করতে সাংসদপ্রতি ২৫ লাখ টাকা করে দিয়েছিল। সেগুলো সাংসদদের পেটে গিয়েছে বলে অভিযোগ আছে। এখন ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ। প্রধানমন্ত্রী মক্কায় হজ সেরে আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের বিপদে ফেলে দিয়েছিলেন। প্রয়োজনীয় লুটপাটের সময় পাওয়া যাচ্ছিল না। নির্বাচন পিছানোয় সে সুযোগ এসে গেছে। ইতিমধ্যেই এলজিআরডি মন্ত্রণালয় গম বরাদ্দের দায়িত্ব তাদের সাংসদদের হাতে দিয়ে ভাগ বাটোয়ারার ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ফেলেছে। বন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র, বদলির সুবাদে বন্দোবস্ত সেরে ফেলেছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ও নেতা-কর্মী ধরে রাখতে, প্রতিপক্ষের নির্বাচনী ভোটপ্রার্থী ভাগাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে উঠে-পড়ে লেগে গেছে। সেই সঙ্গে চলছে আপাত সময়ের জন্য শেষ চাঁদাবাজি। বিরোধী দলগুলোর জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহারের তেমন সুযোগ নেই। তারা খুঁজে বের করছে অর্থ ও মাসল্ধারী ভোটপ্রার্থী।

আমাদের দেশে গণতন্ত্রের চর্চা চলছে গত বছর ধরে। কিন্তু নির্বাচনের রাজনীতির অবস্থা যদি 'বন্দোবস্তর' রাজনীতি হয় তা হলে এই গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন আসে। গণতন্ত্র চর্চার দাবিদার মেইনস্ট্রিম রাজনীতিকদের বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে, কারণ এই কুব্যবস্থার সুযোগ নেয়ার অপশক্তিও দেশে আছে।

বন্দোবস্তের রাজনীতি একদিকে যেমন অপশক্তিকে উৎসাহিত করবে, অন্যদিকে জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলতে পারে।